তারিখ ... 13 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

নানা সঙ্কটে হোগলা প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

দেখার কেউ নেই

প্রতিনিধি, গোমস্তাপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)

ওদের কারো বয়স ৮, কারো ১০ আবার কারো ১৬/১৭, এমনকি কেউ আরো বেশি বয়সের। কেউ বাক, কেউ দৃষ্টি, কেউ শারীরিক আবার কেউ বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। সবাই একসাথে বসে, শৃঙ্খলভাবে পড়ালেখা শিখছে। ওরা সবাই দুস্থ ও গরিব পরিবারের প্রতিবন্ধী সন্তান। এটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার হোগলা প্রতিবন্ধী স্কুলের কথা। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে ও গোমস্তাপুর উপজেলা সদর থেকে ৯ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে হোগলা নামক এক নিভৃত গ্রামে প্রতিবন্ধীদের স্কুল। স্কুল বলতে একটি টিনের ছাউনি। চারদিকে বাঁশের বেড়া তাও ভেঙ্গে উদাম হয়ে গেছে বেশিরভাগ। একটি টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার। চট বিছানো মেঝেতে বসে ১৭/১৮ জন ছেলে মেয়ে শিক্ষকের কথা শুনছে মনোযোগ দিয়ে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক জাহানারা খাতুনের সাথে আলাপ করে জানা গেল স্কুলটি ২০১২ সালে হোগলা প্রতিবন্ধী সংস্থার উদ্যোগে চালু হয়। শিক্ষক পাঁচজন। তারা বিনা পারিশ্রমিকে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদান করে আসছেন। মাঝে মাঝে স্থানীয় ব্যক্তিদের যে দান সহায়তা পাওয়া যায় তা চক, ডাস্টার, স্লেট, পেন্সিল সহ শিক্ষা উপকরণ কিনতেই শেষ হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত সরকারী বা বেসরকারী কোন সাহায্য বা অনুদান পাওয়া যায়নি। একদিন হয়ত সরকারী বেসরকারী ও কোন দাতা ব্যক্তি বা সংস্থার সুনজরে আসবে তাদের এই মহতি কার্যক্রম এবং স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হবে, সে আশায় স্বপ্ন দেখছেন তারা। শিশুরা বসবে বেঞ্চে, স্কুলের পাকা ঘর হবে, পর্যাপ্ত আসবাব ও শিক্ষা উপকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো হবে। সমাজের বিত্তবান দানশীল মানুষ এবং সরকারি-বেসরকারি দাতা সংস্থার সহযোগিতা পেলে গোমস্তাপুর উপজেলার একমাত্র এ প্রতিবন্ধী স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হবে। আলো ছড়াবে প্রতিবন্ধি শিশুদের মাঝে, হাসি ফুটাবে প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতার মুখে এমনি প্রত্যাশা স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকবৃন্দের।